Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

সিরাহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিফাত আরা মিথিলা

রোলঃ ২১৫০০১২৪

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

সিরাহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিফাত আরা মিথিলা

রোলঃ ২১৫০০১২৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “গীবত” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিফাত আরা মিথিলা, আইডিঃ ২১৫০০১২৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
সিরাহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গীবত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

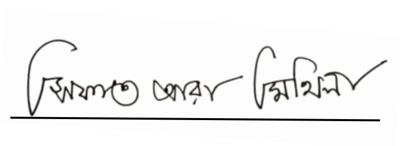

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

সিফাত আরা মিথিলা

আইডিঃ ২১৫০০১২৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
সার সংক্ষেপ	৭
গীবতের পরিচয়	৮
গীবতের কিছু পরিভাষা	৮
গীবতের মাধ্যম মুখের গীবত শোনার গীবত ক্বলব বা অন্তরের গীবত ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত কলমের বা লেখার গীবত	৯
গীবতের ধরন বা প্রকারভেদ শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত চারিত্রিক বা আচার আচরণের গীবত বংশ ও জাত সম্পর্কিত গীবত পোশাক পরিচ্ছেদের গীবত পরোক্ষ গীবত ইবাদত সম্পর্কিত গীবত গুনাহের গীবত অমুসলিম নাগরিকের গীবত আলেমদের গীবত করা মৃত ব্যক্তির গীবত সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত সামাজিক মাধ্যমে আধুনিক রূপে গীবত	১০
গীবতের নেপথ্য কারণ আল্লাহর ভয় কম থাকা অলস-অবসর ও বেকারত্ব রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অধিক ঠাট্টা-মশকরা করার প্রবণতা অন্যের প্রতি কুধারণা নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে না তাকানো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির নৈকট্য কামনা গীবতের মজলিসে বসা এবং গীবতের পরিবেশে বেড়ে ওঠা অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে দ্বীনের জ্ঞানের অভাব	১৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম	১৬
যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ বা জায়েজ জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংশোধনের লক্ষ্যে গীবত ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গীবত কোন ব্যক্তির পরিচয় দিতে গীবত ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ফাসেক ব্যক্তির গীবত শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত লজ্জাহীন ব্যক্তির গীবত	২১
গীবত সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা	২১
বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে সতর্কতা	২২
গীবতের কাফফারা ও তা থেকে তওবা করার উপায়	২২
গীবত থেকে বাঁচার উপায়	২৩
গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা	২৫
শেষ কথা	২৬
গ্রন্থপঞ্জি	২৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

বর্তমান এই ফিতনার যুগে যে ভাইরাস সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তা হলো গীবত বা পরনিন্দা। এটি জবান দ্বারা সংঘটিত হয় এমন এক কবিরা গুনাহ যার তুলনা করা হয়েছে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে। গীবত মানুষের বিবেককে শেকল বন্দি করে মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। এটি একের পর এক জবান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কবিরা গুনাহকে উস্কে দেয়।

গীবত শুধুমাত্র অন্যের নিন্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর কিছু পরিভাষা আছে যা কিছুটা একই রকম মনে হলেও ভয়াবহতা অনেক বেশি। মানুষ মুখ, কান, অন্তর, সংকেত ও লেখনীর দ্বারা গীবত করে থাকে। সময়ের সাথে সাথে গীবতের প্রচলিত ধরনে যুক্ত হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া।

গীবত নামের এই ভাইরাসটি বিভিন্নভাবে খুব দ্রুত পুরো মুসলিম উম্মাহের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। নষ্ট করছে মানসিক শান্তি, ঐক্য ও ভাতৃত্ববোধ। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তির দিকে।

তাকওয়াবিহীন জীবন যাপন, দ্বীনি জ্ঞানের অভাব, লক্ষ্যহীন কর্মব্যস্ততা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি; গীবতকে সমাজে মহীরূহু করে তুলছে। আধুনিক সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার এর পালে হাওয়া দিচ্ছে। প্রতিদিনের জীবনযাপনে কোনো না কোনো ভাবে গীবত যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে।

মুখ দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় হালাল-হারাম দেখে-শুনে, যাচাই করে খাওয়াটা যেমন জরুরী, তেমনি মুসলিম হিসেবে মুখ দিয়ে কথা বলার সময়ও জায়েজ, নাজায়েজ, হারাম, মুবাহ তথা শরিয়তের জ্ঞান রেখে কথা বলাটা জরুরী। নিজের মুখনিঃসৃত কথা যেন নিজেরই ধ্বংসের কারণ না হয়।

গীবতের ভয়াবহতা, পরিণাম এবং এর থেকে পরিত্রাণ বিষয়ক বহু গ্রন্থ কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখে গিয়েছেন স্বনামধন্য আলেম ওলামাগণ। যেন ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক পর্যায়ে যেন এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়। সকলে যেন নিজেকে আত্মরক্ষা করতে শিখে। এই অভিসন্দর্ভটি গীবত বিষয়ক কিতাবাদী অধ্যয়নপূর্বক সংকলিত নির্যাস।

সার সংক্ষেপ

সতর্কভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত হতে না পারলে জবানের দ্বারা অনেক মারাত্মক ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। যেমন-অর্থহীন-অসংলগ্ন কথা, পাপের আলোচনা, লৌকিক বাকচাতুর্য, মিথ্যা মিশ্রিত হাস্য-কৌতুক, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ওয়াদা ভঙ্গ গোপনীয়তা ফাঁস, গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা রটনা, সামনাসামনি কিংবা পিছনে সমালোচনা, দ্বিমুখীনীতি অবলম্বন করা, ব্যঙ্গ করা ইত্যাদি। এগুলোকে গীবতের বিভিন্ন পরিভাষাও বলা যেতে পারে।

কোন ব্যক্তির দোষ নিয়ে তার সামনে বা পিছনে অন্যের সাথে আলোচনা করাই হলো গীবত। গীবতের মাধ্যমে যার গীবত করা হয়েছে তার হক বা অধিকার নষ্ট করা হয়। সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহ তায়ালাও গীবতকারীকে ক্ষমা করবেন না। গীবতের কুফল শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনেই না সামাজিক জীবনেও মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায় দ্বীনের জ্ঞান ও তার আমলের অভাবে। গীবতের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাই গীবত কেন হয়? কীভাবে হয়? গীবতের পরিণাম কী? গীবত হয়ে গেলে পরিত্রাণের উপায় কী? কখন গীবত বৈধ? তা- জানতে হবে। গীবত নামক এই আত্মার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতির আগেই সচেতনতা জরুরী। এজন্য গীবত বিষয়ক দ্বীনের অর্জন অত্যাবশ্যক। তবেই গীবত থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকায় উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসুল ﷺ এর সুপারিশ নসীব হওয়ার জন্য যা যা পালনীয় তাতো করতেই হবে সাথে যা কিছু বর্জনীয় সেটা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। গীবত সেই বর্জনীয় তালিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি।

গীবতের পরিচয়

গীবত (الْغِيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।[১]

গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর হাদিসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবীজী ﷺ সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ «قَالُوا :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ» :ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ «قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ» «كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ» :إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"তোমরা কি জানো গীবত কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে" । (মুসলিম-৬৩৫৭, আবু দাউদ-৪৭৯৮, তিরমিযী-৭০৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা হলো- কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে মন্তব্য করা বা তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। আলোচিত দোষটি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে তা **গীবত** হবে। আর যদি দোষটি তার মধ্যে না থাকে তবে তা **বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ** হবে।

গীবতের কিছু পরিভাষা

গীবতের কিছু পরিভাষা আছে যার ইলম স্পষ্টভাবে সকলের মধ্যে থাকা জরুরী। যেমন-

- **গীবত বা পরনিন্দা:** কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন দোষ বলা যা ঐ ব্যক্তির মধ্যে আছে।

- **ইফকুন বা মিথ্যা রটনা:** কারো সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কারো সম্পর্কে কোন দোষ ত্রুটির কথা শোনা মাত্র তা যাচাই না করে অন্যকে বলে বেড়ানো। (যেমনটা মা আয়েশা (রা) এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

---

১ https://at-tahreek.com/article_details/11309

● **বুহতানুন বা মিথ্যা অপবাদঃ** কোনো ব্যক্তির উপর এমন দোষ চাপিয়ে দেয়া যা তার মধ্যে নেই।

● **নামীমাহ বা চোগলখুরীঃ** পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনকে বলা ।

● **জুলইয়াজহাইন বা দ্বিমুখীনীতিঃ** নিজ স্বার্থ রক্ষায় দ্বিমুখীনীতি গ্রহণ করা। একজনের কাছে একরকম কথা বলা একই বিষয়ে আরেকজনকে ভিন্ন কথা বলা।

● **হুমাযাহ বা সামনে সমালোচনাঃ** সামনাসামনি কাউকে দোষারোপ করা বা মন্দ বলা, বাজে আচরণ করা।

● **লুমাযাহ বা পিছনে সমালোচনাঃ** অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, কারও পেছনে কথা লাগানো।

● **শাতমুন/ শাত্ম বা ব্যঙ্গ করাঃ** 'শাতমুন/শাত্ম' এর অর্থ হলো- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে শাতমুন বলা হয়। সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহলে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।[২]

গীবতের মাধ্যম

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। সেগুলো হলো-

মুখের গীবতঃ জবান অর্থাৎ কথার মাধ্যমে অন্যের গীবত, চোগলখুরী, সামনাসামনে বা পিছনে সমালোচনা, ব্যঙ্গ করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মুখের গীবত।

শোনার গীবতঃ গীবত এমন এক অপরাধ যা শ্রোতা ছাড়া সংগঠিত হতে পারে না। কেউ যখন অন্য কারো নিন্দা শুনে তখন সে এই জঘন্য কাজটির অংশ হয়ে যায়। গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। তাই গীবত করা ও গীবত শোনা সমান অপরাধ। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের

---

[২] https://at-tahreek.com/article_details/11309

ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে। সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হলে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন।

ক্বলব বা অন্তরের গীবতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে খারাপ ধারণা পোষণ করা। কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো গীবত শুনলে কোনরূপ তথ্য প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই তার ব্যাপারে মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া অন্তরের গীবত।

ইশারা-ইঙ্গিতের গীবতঃ আঙুল, হাত, চোখ, ঠোঁট ইত্যাদি দ্বারা কোন ভঙ্গি করে কারো কোন দোষের প্রতি সংকেত দিলে তা হল ইশারা ইঙ্গিতের গীবত।

কলমের বা লেখার গীবতঃ মুখ দিয়ে যে কথা বলা গীবত, কলম দিয়ে তা লেখা কলমের গীবত। কারো দোষ কাগজে লিখে অন্যকে জানানো, পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশ করা অথবা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করা, টাইপ করে সোশাল মিডিয়ায় পোষ্ট করা হলো লেখার গীবত।

গীবতের ধরন বা প্রকারভেদ

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি সম্পর্কিত হলেও তা গীবত। গীবতের ধরন বা প্রকারভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এখানে গীবতের ধরনগুলোর কিছু সংকলন সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল-

শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবতঃ কারো শারীরিক ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করা। যেমন- সে অন্ধ, চোখে কম দেখে, চোখ টেরা, টাকমাথা, মোটা, খাটো, লম্বা, কালো ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় তার দেহ নিয়ে এমন কোন মন্তব্য করা যায় সে অপছন্দ করে তা শারীরিক গীবত। এটি আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সমালোচনা করার শামিল।

চারিত্রিক বা আচার আচরণের গীবতঃ কারো চরিত্র সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা। যেমন- সে মিথ্যাবাদী, হিংসুক, কৃপণ, অহংকারী, ঝগড়াটে, বদমেজাজী, ভীরু, অলস, কাপুরুষ, দুর্বল, বোকা, ঢিলা, কারো হক আদায় করে না, ফাসিক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ইত্যাদি বলা চারিত্রিক গীবত।

বংশ ও জাত সম্পর্কিত গীবতঃ কারো বংশ বা জাত সম্বন্ধে অহংকার বশত মন্তব্য করা। যেমন- বিহারী, পাকিস্তানি, হিন্দুস্তানি, বাঙাল, রোহিঙা অথবা তার বাপ-দাদারা পাপাচারী, অজাত, ছোটলোক, নিচু বংশের, মুচি, মেথর ইত্যাদি বলা বংশের গীবত।

পোশাক পরিচ্ছেদের গীবত : কারো পোশাকের ব্যাপারে নিন্দার্থে মন্তব্য করা। যেমন- তার পোশাক ময়লা, সস্তা, বেশি আঁটসাঁট, অতিরিক্ত ঢিলেঢালা, হাতা বেশি লম্বা ইত্যাদি বলে মনে কষ্ট দেয়া, অপমান করা পোশাক পরিচ্ছেদের গীবত ।

পরোক্ষ গীবতঃ পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে।

* কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

* 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। যদি এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহলে সেটা গীবত।

* 'অমুক পন্ডিত', 'অমুক সাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

* কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধ অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দুআর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দোআ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দোআ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দোআ করতে পারত।[৩]

ইবাদত সম্পর্কিত গীবতঃ কারো দ্বীনি কাজ বা ইবাদত সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা। যেমন- সে খেয়ানতকারী, জালিম, সালাত ও যাকাতে অলসতাকারী, ভালোভাবে রুকু-সেজদা আদায় করেনা, নাপাকি থেকে পবিত্র হয় না, মা-বাবার অবাধ্য, মানুষের সম্মানহানি করে, ভালোভাবে করে সাওম আদায় করে না ইত্যাদি ইবাদত সম্পর্কিত গীবত।

গুনাহের গীবতঃ কারো দুনিয়াবি মন্দ কর্ম বা বদ অভ্যাস সম্পর্কে বলা। যেমন- সে বাচাল, বেয়াদব, ঘুমকাতুরে, মেয়েলি অভ্যাস, বড়ই পেটুক, আড্ডাবাজ, মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কাজ করতে পারেনা, আহাম্মক, গাধা ইত্যাদি গুনাহের বা পাপাচারের গীবত।

অমুসলিম নাগরিকের গীবতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের গীবত করা হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে

[৩] https://at-tahreek.com/article_details/11309

মুসলমানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। অতএব, মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম।[৪]

গীবত অতীব ভয়ংকর গুনাহ। কিন্তু দুই ধরনের গীবত আরো বেশী ভয়াবহ। তন্মধ্যে একটি হল আলেম-ওলামার গীবত এবং অপরটি হল মৃত মানুষের গীবত।[৫]

আলেমদের গীবত করা: আলেমদের গীবত দুই রকমের। ১) সাধারণ মানুষ কর্তৃক আলেমদের নিন্দা বা গীবত করা এবং ২) আলেম কর্তৃক অপর মানুষের নিন্দা করা। দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য দুটোই মারাত্মক ক্ষতিকর।

১। সাধারণ মানুষ কর্তৃক আলেমদের নিন্দা বা গীবত করা গর্হিত কাজ। সাধারণ মানুষের গীবত করা মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের মতো জঘন্য পাপ। কিন্তু আলেমগণের গোশত আরো বিষাক্ত। তাদের গীবত করলে বান্দার ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহ ও পরকাল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং আলাপ-আলোচনায়, গল্প-আড্ডায় এবং সোস্যাল মিডিয়ায় আলেমদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়েও অনেক প্রভাব বিস্তারকারী মহাপাপ। কেননা এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সমালোচনায় লিপ্ত হলে জনসাধারণের হৃদয়ে তাদের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণ আলেমদের বর্জন করার সাথে সাথে তাদের উপকারী ইলম থেকেও নিজেদের বঞ্চিত করে।

তবে কোন আলেম যদি শিরক-বিদআত ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করে, তবে তাদের থেকে জনগণকে সতর্ক করা অন্যান্য আলেমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এটা ব্যক্তি পর্যায়ের দোষ নয়; দ্বীনী পর্যায়ের ত্রুটি। ফলে এটা হারাম গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না।[৬]

২। আলেম কর্তৃক অন্য কারো নিন্দা করা দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ সমাজের মানুষ আলেম-ওলামাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। সেই আলেমরাই যখন শারঈ কোন ওযর ছাড়া অন্যায়ভাবে অন্যের দোষ- ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সাধারণ মানুষ আশাহত হয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়।[৭]

---

[৪] গীবত- মুহাম্মদ আবদুল হাই লাখনবী (রাহঃ) (প্রথম ভাগ, পৃ-১২)

[৫] https://at-tahreek.com/article_details/11380

[৬] https://at-tahreek.com/article_details/11380

[৭] https://at-tahreek.com/article_details/11380

মৃত ব্যক্তির গীবত: জীবিতদের গীবত যেমন হারাম, তেমন মৃত ব্যক্তিকে গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা তাদের দোষ-ক্রটির বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম। তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও তা হারাম। গীবত নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মৃত মানুষের নিন্দা করার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ আলাদাভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ

'তোমাদের কোন সঙ্গী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার সম্পর্কে কোন কটূক্তি করো না।'

■ চারটি কারণে মৃতদের গীবত করা কখনই উচিত নয়।

১। মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিত ব্যক্তির উচিত মৃত ব্যক্তির গীবত না করা।

২। মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন- তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখিরাতের জীবনে কথা মনে পড়ে এবং দুনিয়ার জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোআ করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া।

৩। মৃতদের দোষ চর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়। অর্থাৎ মৃতদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অসন্তুষ্ট হয়।

৪। মৃত ব্যক্তি যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে তবে তো তার দুর্ভাগ্য।এক্ষেত্রে তার গীবত একেবারেই অর্থহীন। আর যদি সে জান্নাতি হয়ে থাকে তাহলে গীবত নিষিদ্ধ।[৮]

এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি যদি কোন অন্যায় বা পাপের প্রচলন করে এবং তার প্রভাব জীবিতদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তবে জীবিতদের সতর্ক করার জন্য সেই মৃত ব্যক্তির অন্যায় কাজের সমালোচনা করা ওয়াজিব।[৯]

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত: বর্তমানে অন্যের আচার-আচরণ নকল করতে পারাকে একটি বুদ্ধিদীপ্ত শিল্প মনে করা হয়। যে ব্যক্তি অন্যের নকল করতে পারে তার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

সরাসরি: যেমন- কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তার দোষ- ক্রটির বর্ণনা করা।

---

[৮] গীবত ভয়াবহ পৃ:১৪-১৬

[৯] https://at-tahreek.com/article_details/11380

অভিনয়ের মাধ্যমে: যেমন- অন্ধ, বোবা, পঙ্গু ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষ ক্রটির প্রতি ইঙ্গিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশ্যে কারো চাল চলন কথন পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। অনেকে বিনোদনের নামে আয়োজন করে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দোষ-ক্রটি নিয়ে Mimicry, Standup comedy করে। এগুলোও গীবত।

সামাজিক মাধ্যমে আধুনিক রূপে গীবত: সামাজিক মাধ্যমগুলোতে গীবতের অবাধ বিস্তার। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, আদর্শিক দ্বন্দ, মতের অমিলসহ আরো নানা কারণে ফেইসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক, লাইকি ইত্যাদি অ্যাপসগুলোতে-পোস্ট, টুইট, এডিটেড ফটো, ইমোজি, মিমস, স্টীকারস, ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন, রোস্টিং ভিডিও, ভ্লগ, এনিমেশন ইত্যাদিও মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে ব্যঙ্গ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, নিন্দা-সমালোচনা করছে। অহংকারবশত কারো অবজ্ঞা করছে। আইডি হ্যাক করে মিথ্যা রটনা করছে কিংবা অন্যের গোপনীয়তা ফাঁস বা গোপনগুনাহ সবার কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এসবকিছু ভার্চুয়াল হলেও তা গীবতের প্রকারের মধ্যেই পড়ে।

গীবতের নেপথ্য কারণ

যেসব কারণে মানুষ সাধারণত গীবত করে থাকে, সেগুলো হলো-

১। আল্লাহর ভয় কম থাকা:

যেকোন পাপ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ হলো তাকয়ার অভাব বা আল্লাহর ভয় না থাকা। যার হৃদয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকে, তাহলে সে কখনোই গীবতের মত জঘন্য পাপে জড়াবে না।

২। অলস-অবসর ও বেকারত্ব:

অবসর সময়ে মানুষ সবচেয়ে বেশী গীবত চর্চা করে। কথায় আছে অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। কর্ম-ব্যস্তহীন মানুষ অবসর সময় অতিবাহিত করতে গল্প-আড্ডায় মেতে ওঠে। এক পর্যায়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়।

৩। রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে:

রাগ মানুষকে অনেক নীচে নামাতে পারে। আর হিংসার আগুন পরনিন্দার প্রবণতাকে উসকে দেয়। রাগ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ মনের ঝাল মিটানোর জন্য অন্যের বা শত্রুর দোষ-ক্রটি নিয়ে লাগামহীন কথা বলে থাকে।

৪। অধিক ঠাট্টা-মশকরা করার প্রবণতাঃ

অনেক সময় হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলে পরনিন্দা করা হয়। অনেকে ইচ্ছা করে বা অভ্যাসবশত পরনিন্দা করে। অনেকে না বুঝে করে ফেলে।

৫। অন্যের প্রতি কুধারণাঃ

কুধারণার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ব্যক্তির মাঝে যে দোষ নেই তা কল্পনা করা হয় এবং সন্দেহমূলকভাবে তা অন্যের কাছে প্রচার করা হয়। সেজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে কুধারণা পোষণ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক! কেননা ধরণা করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।"(সহীহ বুখারী-৫৬৪০-সংক্ষেপিত)

৬। নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে না তাকানোঃ

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি দিকে নজর দেয় না এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তারাই অপরের নিন্দায় বেশী তৎপর থাকে।

৭। ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির নৈকট্য কামনাঃ

বিভিন্ন অফিস-আদালত ও সংগঠনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা নেতার কাছে নিজে ভালো সাজার জন্য তাদের মন রক্ষার্থে অন্যের দোষচর্চায় লিপ্ত হয়।

কখনো অন্যকে অযোগ্য প্রমাণিত করে নিজেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টায় গীবত করা হয়।

আবার কখনো নিজের দোষ ঢাকার জন্য কিংবা নিজেকে দোষমুক্ত বোঝানোর উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের নামে গীবত করা হয়, যাতে নিজের ত্রুটি কে হালকা প্রমাণিত করা যায় কিংবা ওই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস না করা হয়। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়-'সেও তো এরকম করেছে' কিংবা ' এ কাজে সেও আমার সাথী ছিল'।

৮। গীবতের মজলিসে বসা এবং গীবতের পরিবেশে বেড়ে ওঠাঃ

পরিবেশ ও সঙ্গের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া মানুষের স্বভাব। গীবতের পরিবেশে বেড়ে উঠলে গীবতকে পাপ মনে করার মানসিকতা লোপ পেয়ে যায়।[১০] প্রচলিত প্রবাদ আছে যে - সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ কিংবা সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

[১০] https://at-tahreek.com/article_details/11380

৯। অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেঃ

অনেকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আভিজাত্য জাহির করতে অহংকার, ঔদ্ধত্যবশত অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞানের মাধ্যমে গীবত করে।

১০। দ্বীনের জ্ঞানের অভাবঃ কোন কাজটি গুনাহের কারণ এবং কোন কাজটি নাজাতের কারণ হবে তা জানা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। কুরআন নাযিলের শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যাপ্ত দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও পালনে গাফেলরাই গীবত চর্চা বেশী করে।

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা

গীবত বা পরনিন্দা একটি ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ। এই গুনাহের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়।[১১] নিম্নে গীবত করার ভায়াবহ পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ তার আল কুরআন ও হাদীসে রাসুল ﷺ মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার সতর্কতাঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু। আল হুজুরাত (আয়াত : ১২)[১২]

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো উপর যুলম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আন নিসা (আয়াত : ১৪৮)[১৩]

---

[১১] https://at-tahreek.com/article_details/11460
[১২] https://messagebd.net/quran/49/12
[১৩] https://messagebd.net/quran/4/148

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে। হুমাযাহ (আয়াত : ১)[১৪]

হাদীসে রাসুলের ﷺ সতর্কতা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ"

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শবে মি'রাজে যখন আমি আসমানের উপর গমন করি, তখন এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে তাদের চেহারা ও মুখমন্ডল আচঁড়াতে ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, "হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বলেনঃ এরা তারা, যারা অন্য লোকের গোশত ভক্ষণ করতো, (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং মানুষের ইযযাত নষ্ট করতো।" (আবু দাউদ-৪৮০১, ইসলামি ফাউন্ডেশন)

عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ"

আবূ বাকারহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দুটি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন, "নিশ্চয় এই দু কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।'(ইবনে মাজাহ ৩৪৯)

،حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ "

আবূ বারযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে জনগণ! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের ইযযাতও নষ্ট করো না। কেননা, যারা মুসলিমদের ইযযাত নষ্ট করতে চায়, আল্লাহ তাদের ইযযাত নষ্ট করেন। আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করতে চান, তাকে তিনি তার ঘরেই অপদস্থ করেন।" (আবু দাউদ-৪৮০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

---

[১৪] https://messagebd.net/quran/104/1

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

মুসতাওরিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে কোন লোকমা ভক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ লোকমা জাহান্নাম হতে ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে কিছু পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ জাহান্নামের বস্ত্র পরিধান করাবেন। আর যে কাউকে অন্যায়ভাবে মর্যাদা ও রিয়ার স্থানে পৌছাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ধরনের অপমানকর স্থানে দাঁড় করাবেন।" (সুনানআবু দাউদ-৪৮০৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ"

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের জন্য প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু অন্য মুসলিমের জন্য হারাম, অর্থাৎ তার মাল তার ইযযাত ও তার রক্ত এবং কোন ব্যক্তির জন্য এ অন্যায়টুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে নগন্য বলে মনে করে।" (আবু দাউদ-৪৮০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যায় কথন (গীবত, মিথ্যা, গালীগালাজ, তুহমত, লানত ইত্যাদি) ও তৎবিষয়ে আমল পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"(সূনান আত তিরমিযী- ৭০৫, ই.ফা.)

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারীকে সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম দেখতে পাবে। যে এদের কাছে আসে এক চেহারায় আবার অন্যের কাছে যায় অন্য চেহারায়।" (বুখারী ৬০৫৮; মুসলিম ২৫২৬)[১৫]

[১৫] https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6819#

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِيْ الدُّنْيَا ؛ كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.

আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার আগুনের দুটি জিহবা হবে।" (আবূ দাউদ ৪৮৭৩)[১৬]

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও রাসুল ﷺ হাদীস উপর ভিত্তি করে উলামায়ে আকরামগণ গীবতের ভয়তবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ করেছেন। এক নজরে কিছু সংকলন তুলে ধরা হল।-

- গীবত মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ।
- যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত।
- গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে।
- গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না।
- গীবতের কারণে আমলনামা থেকে নেক আমল মুছে যাবে।
- গীবতকারীর পাপ সমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
- গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না।
- গীবত রোজার সওয়াব নষ্ট করে দেয়।
- মুনাফিকী চরিত্র প্রকাশ পায়।
- গীবতকারী তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।
- হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।
- গীবত শয়তানকে আনন্দিত করে।
- গীবত কবরের আযাবের কারণ হবে।
- গীবতের ফলে হাশরের ময়দানে হিসাব কঠিন হবে।
- কিয়ামতের দিন নিজের গোশত খাওয়া।
- পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

[১৬] https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6819#

- ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে।
- জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
- গীবতকারীর দুর্গন্ধ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে যাবে।
- গীবতকারী জাহান্নামে নখরাঘাতে নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে।
- অন্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করায় আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে গীবতকারীর ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন।

যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ বা জায়েজ

গীবত করা ও শোনা উভয়ই হারাম ও কবিরা গুনাহ। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে গীবত করা অর্থাৎ পিছনে দোষ বলা বৈধ। যেমন-

জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ: সুবিচারের আশায় বিচারকের কাছে জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি আছে। এটা গীবত বলে গণ্য হবে না। জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করলে নিজের হক তো নষ্ট হবেই সেই সাথে জালেমকেও প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

সংশোধনের লক্ষ্যে গীবত: সংশোধনের লক্ষ্যে কেউ কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে, বিষয়টি এমন কারো কাছে বলা বৈধ যে তাকে এই পাপ কাজ হতে বিরত রাখতে পারবে, নসিহত করতে পারবে। এর দ্বারা তাকে নীচু করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন-কারো দোষ তার পিতামাতাকে অবহিত করা।

ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত: নাম উল্লেখ না করে অনির্দিষ্ট ভাবে কোন আলেম বা মুফতির কাছে ফতোয়া বা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য কিংবা মাসআলা বোঝার জন্য কোন ব্যক্তির গীবত করাতে দোষ নেই।

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গীবত: মুসলিম সমাজকে যাবতীয় ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করার উদ্দেশ্যে, ধোঁকার কবল হতে মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্যে, যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়, বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর ত্রুটি প্রকাশে, মন্দ ব্যক্তি থেকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে গীবতের অনুমতি আছে।

কোন ব্যক্তির পরিচয় দিতে গীবত: কোন ব্যক্তির পরিচয় দেয়ার সময় যদি শুধু নাম বলে পরিচয় দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তার শারীরিক কিংবা চারিত্রিক কোন দোষ-ত্রুটি অথবা

অবস্থা বর্ণনা করা বৈধ। যেমন- নামের সাথে ল্যাংড়া, খোঁড়া, কানা ইত্যাদি বলা। তবে কিছু শর্তের ভিত্তিতে। যেমন-

১। শুধুমাত্র পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে, গীবতের উদ্দেশ্য নয়।

২। যে বিষয়টি উল্লেখ করা হবে তা যেন সে অপছন্দ না করে।

৩। তার পরিচয় দেয়ার জন্য এছাড়া বিকল্প কোন পথ না পাওয়া গেলে।[১৭]

ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ফাসেক ব্যক্তির গীবত: সমাজে যাদের ফাসেকী ও বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাদের ওই সব প্রকাশিত বিষয়ে আলোচনা করা হারাম গীবতের শামিল হবে না।[১৮]

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত: শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কারো সম্পর্কে নাম-পরিচয় উল্লেখ না করে খুবই সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করা বৈধ। তবে উপস্থিত সকলেই ওই ব্যক্তিকে চিনে ফেললে পরোক্ষ গীবত হয়ে যাবে।

লজ্জাহীন ব্যক্তির গীবত: কোনো ব্যক্তির স্বভাব যদি এমন হয় যে, সে কোনো গুনাহ সবার সামনে করে থাকে আর ওই গুনাহটিকে তার দিকে সম্বন্ধিত করা হলে সে লজ্জা পায় না; তাহলে এমন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দিকে শুধু সেই গুনাহটিকে যুক্ত করে আলোচনা করা হলে গীবত হবে না।

গীবত সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

* কারো এমন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা যা তার সামনে বলা যাবে বা বলতে পারবে তাহলে তা গীবত হবে না। এটি একটি ভুল ধারণা যা বেশিরভাগ মানুষ পোষণ করে থাকে। গীবতের প্রধান শর্তই হল অসন্তুষ্টি। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হতে পারবে না। তা সামনেই বলা হোক বা পিছনে।

* দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অন্যেরা অবহিত থাকলে আর তা বললে গীবত হবে না। এটিও ভুল ধারণা। অন্যরা দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত থাকলেও গীবত করে তাকে আরো অসম্মানিত করার অনুমতি নেই।

---

[১৭] গীবত-ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায় পৃ: ৫৮

[১৮] প্রাগুক্ত পৃ: ৬১

* অমুসলিমদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে বা আলোচনা করলে গীবত হবে না। এটি ভুল। মুসলিম অমুসলিম কারো গীবতই বৈধ নয়।

* শর্তহীনভাবে ফাসিকের গীবত করা জায়েজ মনে করা। যেভাবে একজন নেককার লোকের গীবত করা জায়েজ নয় সেরকম একজন ফাসেক পাপাচারীর গীবত করাও জায়েজ নয়। তবে পূর্বে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ।

বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে সতর্কতা

বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী। যেমন-

■ নিয়তের খুলূছিয়াত বজায় রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা।

■ আন্তরিকতার সাথে শুধুমাত্র কল্যাণের জন্য দোষ বর্ণনা করা, কাউকে অপমানিত করার ব্যক্তিগত আক্রোশ ও মনের ঝাল মেটানোর জন্য নয়।

■ প্রবৃত্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে যতটুকু দোষ বর্ণনা করা প্রয়োজন কেবল ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা।

■ নাম উল্লেখ না করে উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করা। তবে প্রয়োজন হলে উল্লেখ করা যাবে।

■ অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের ভুল-ত্রুটির কথা ভেবে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।[১৯]

গীবতের কাফফারা ও তা থেকে তওবা করার উপায়

সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে পাপ দুই ধরনের- (১) আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ; যেমনঃ যিনা-ব্যাভিচার, গান-বাজনা, মদ-জুয়া প্রভৃতি। (২) বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ; যেমনঃ গীবত, চোগলখুরী, চুরি-ডাকাতি, যুলুম, আত্মসাৎ ইত্যাদি। যেসব পাপের সংশ্লিষ্টতা আল্লাহর সাথে, সে সকল পাপের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয় এবং তাঁর কাছে তওবা-ইস্তেগফার করতে হয়। কিন্তু বান্দার সাথে

[১৯] https://at-tahreek.com/article_details/11689

সংশ্লিষ্ট পাপ থেকে ক্ষমা লাভ করার জন্য আগে বান্দার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়, তারপর আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে হয়।[২০]

গীবতকারীর জন্য তওবা অপরিহার্য। গীবত থেকে তওবা করার শর্ত ৪টি।

১। গীবত সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা

২। কৃতকর্মের ব্যাপার অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া

৩। জীবনে আর কখনো এই খারাপ কাজে লিপ্ত হবে না এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করা।

৪। যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়া। সুতরাং গীবতকারীকে উপরিউক্ত চারটি শর্ত মেনে তওবা করা ওয়াজিব।

গীবতের গুনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। কাজেই যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন বা তাকে পাওয়া না যায় কিংবা এ ব্যাপারে তাকে জানালে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অন্য কোন কারণে মাফ চাওয়া সম্ভব না হয় তবে কায়মনো বাক্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

► **তাকওয়া অবলম্বন করা।** তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি মানুষকে সব ধরনের নাফরমানী ও গূনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। সবসময় আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় করতে হবে।

► **গীবত না করার দৃঢ প্রতিজ্ঞা করা।** কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে তার উপর দৃঢ় সংকল্প করতে হয়। অন্যথায় কাজটি পূর্ণ করা যায় না। কারণ সকল নেক কাজের পথে শয়তান বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

► **বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা।** মানুষ নিজের অজান্তেই গীবত করে ফেলে। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও গীবত হয়ে যায়। তাই জিহবার হেফাযত অপরিহার্য।

---

[২০] https://at-tahreek.com/article_details/11541

► **জবানকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখা**। ক্ষমা এবং নাজাতের একমাত্র পথ হচ্ছে তেলাওয়াত, জিকির ও অন্যান্য মুসলমানকে কল্যাণকর বা উপকারী কথা বলা।

► **অন্তরে মুমিনদের জন্য সুধারণা পোষণ করা**। কখন মনে অনিচ্ছাকৃত মন্দ খেয়াল আসলে তাকে দূর করা এবং বেশি বেশি তাওবা ইস্তেগফার করা। অন্যদের অনুমান, গোয়েন্দাগিরি করা থেকে বিরত থাকা।

► **চিন্তা ভাবনায়, কথা ও কাজে বিনয়ী হওয়া**। গীবত জন্ম নেয় ব্যক্তির মাঝে বিনয় না থাকার কারণে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মাঝে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত গীবত থাকবে। যখন অহংকার চলে যাবে আর তার স্থানে বিনয় জন্ম নেবে তখন সে রোগগুলো একে একে সবগুলোই বিদায় নেবে। [১৩]

► **গীবতকারীদের মজলিস ত্যাগ করা**। কোন মজলিসে আলোচনার কোনো পর্যায়ে কারো গীবত শুরু হয়ে গেলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। তার ব্যাপারে প্রশংসা করতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ঐ মজলিস ত্যাগ করতে হবে।

► **গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া**। গীবতের ব্যাপারে সালাফগণ যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন তা জানা এবং সেভাবে আমলের যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

► **চিন্তা ভাবনাহীন কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা**। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি কথা ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছে এই বিশ্বাস এবং সচেতনতা জাগ্রত রাখা। গীবত থেকে বাঁচার সহজ পদ্ধতি হলো কোন ব্যক্তির ভালো কিংবা মন্দ যে কোন বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকা। এতে শয়তান ভালোর বেশ ধরে হারাম আলোচনায় নেয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।

► **আলোচনার গতি বদলে দেয়া**। যদি কোন মসলিসে আলাপচারিতার বিষয়বস্তু গীবতের দিকে মোড় নিতে শুরু করে তাহলে তা মোড় নিতে দেয়া যাবে না বরং সেটিকে পূর্বের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি ভুলক্রমে মুখ ফসকে কারো গীবত বেরিয়ে আসে, তাহলে তৎক্ষণা তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে এবং আগামীর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। যেন ভবিষ্যতে এরকম ভুল না হয়।

► **আত্মসমালোচনা বা নিজের ভুল ও অপূর্ণতার দিকে খেয়াল রাখা**। মানুষ যখন নিজের অপরাধের দিকে খেয়াল রাখে তখন অন্যের অপরাধের দিকে তার খেয়াল থাকে না। নিজের মধ্যে নেই এমন দোষ অন্য কারো মধ্যে দেখলে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

► **সর্বদা স্মরণে রাখা যে, গীবত নেক আমল ধ্বংসের কারণ হবে।** আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে শাস্তি দিবেন। কিয়ামতের দিন তাকে আমার নেকিগুলো দিয়ে সম্মানিত করা হবে আর তার পাপগুলো আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করা হবে।

► **নিজেকে শাস্তি দেওয়া।** গীবত থেকে বাঁচার জন্য একটি সহায়ক পদ্ধতি হলো যখনই গীবত হয়ে যাবে নিজেকে নিজে জরিমানা, নফল নামায বা নিজের নফসকে ক্ষুধার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া। সেটা এমন পরিমাণে হবে যা পূরণ করতে কষ্ট হবে।

► **যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করতে থাকতে হবে।** যেহেতু গীবত করার দরুন সে ব্যক্তির সম্পর্কে মানুষের অন্তরে খারাপ ধারণা দেওয়া হয়েছে, কাজেই মাফ চাওয়ার পাশাপাশি তওবা-ইস্তেগফার করে নিতে হবে এবং সে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করতে থাকতে হবে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম যেমন দুনিয়া ও আখিরাত দুই জাহানেই ভোগ করতে হবে তেমনিভাবে গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতাও মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে দুই জাহানেই উপভোগ করবে। গীবত থেকে বেঁচে থাকা মানেই হল -

- আল্লাহর ক্রোধ থেকে মুক্তি।
- নবীজির নির্দেশ অনুসৃত হওয়া।
- প্রকৃত মুসলিমের পরিচায়ক হওয়া।
- ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া।
- হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি না পাওয়া ।
- নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন থাকা।
- মানসিক অশান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।
- পরিবার ও সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করে।
- কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া।
- জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া।
- জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া।

শেষ কথা

জিহ্বার ব্যবহারে আমাদের খুব বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব কথা বলি তাতে কোনো না কোনোভাবে গীবতের সংমিশ্রণ আছে। যার কারণে জেনে বা না জেনে অন্যের হক নষ্ট হচ্ছে। তাই জবানের হেফাজত খুব দরকার। মুখ থেকে কথা বের করার আগে একটু সময় নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

জবান এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীভাবে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয় তার তরিকা হযরত থানবি (রাহ) শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে ভাবতে হবে, যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছি তা সঠিক কিনা! আমার সেই কথা সীমা ছাড়া হয়ে যাবে না তো! তার মাঝে মিথ্যার মিশ্রণ চলে আসছে না তো! আমি অতিরঞ্জন করছি না তো! অসতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছি না তো! এ কথায় আমার দুনিয়া ও আখিরাতে কী লাভ হবে? আল্লাহ এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারবো তো! চিন্তা করতেই হবে। গীবত এমনই এক মারাত্মক ব্যাধি যা শারীরিক ব্যাধি থেকেও মারাত্মক । কেননা এ ব্যাধি ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। তাই নিজেকে গীবত থেকে বাঁচতে হবে। নিজের ঘরের লোকদেরকে তা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

জবানের হিফাজত অনেক কঠিন ব্যাপার। অনুশীলন ছাড়া জিহ্‌বাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। শুধুমাত্র সংশোধনের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখলেই চলবে। প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। মেহনত করতে হবে। পিছলে পড়ে গেলেও হতাশ হয়ে থেমে যাওয়া যাবে না। মাফ চেয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা ইস্তেগফার করে সচেতনভাবে অনুশীলনে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে এই পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রতি পদে পদে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ দেখেন তার বান্দা তার পথে কতটুকু চলেছে, মেহনত করেছে? কিছুটা মেহনত দেখতে পেলে তাঁর দয়া দিয়ে বান্দার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমার আমাকে উক্ত কথার উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমাদের সকলকে কল্যাণকর কথা বলার তৌফিক দিন, যা আমাদের আমলনামায় সওয়াব বৃদ্ধির কারণ হবে। আর যেখানে নীরবতা অবলম্বন করা দরকার, সেখানে নীরব থাকার শক্তি দিন। আমীন।

(এই অভিসন্দর্ভটি তৈরিতে যা কিছু সত্য, সুন্দর আমার রবের পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি তা কেবল আমার অজ্ঞতার ফল। রাব্বে কারীম আমাকে আমার ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা করুন।)

অভিসন্দর্ভটি রচনায় সহায়ক - গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। গীবতঃ পরিণাম ও প্রতিকার - আবদুল্লাহ আল-মারূফ, মাসিক আত-তাহরিক, পর্ব-১,২,৩; জুন ২০২৩ ইং।

২। সংযত জবান সংহত জীবন - শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম, রুহামা পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ-২০১৯ ইং ।

৩। গীবত ও পরনিন্দা - মুফতি তাকি উসমানি (দা.বা.), অনুবাদক- আবদুল্লাহ আল ফারুক, ১ম প্রকাশ-২০১৫ ইং ।

৪। গীবত; ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায় - মুহাম্মদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক, ১ম প্রকাশ-২০১০ ইং ।

৬। গীবত আত্মার ব্যাধি - ওবায়দুল ইসলাম সাগর, ফাতিহ প্রকাশন লিমিটেড, ১ম প্রকাশ-২০২২ ইং ।

৭। গীবত - সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনভী (রাহঃ), ইমাম গাযালী (রঃ), অনুবাদক- মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আহসান পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ-এপ্রিল ২০০০ ইং ।

৮। গীবত ও তার ভয়াবহ ক্ষতি - আল্লামা তাকি উসমানি (দা.বা.), অনুবাদ- মুফতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, আল-মদীনা লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ-২০২২ ইং ।

৯। গীবত বা পিছনে নিন্দা - সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনবী (রাহঃ), অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১ম প্রকাশ- ২০১২ ইং ।

১০। গীবত ভয়াবহ - মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী (রাহঃ), অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ বেলাল, আল এহছাক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪ ইং ।

১১। গীবত; একটি জঘন্য গুনাহ - https://muslimbangla.com/article/6

সমাপ্ত